• ভূমিকা (Introduction) ঃ

সমাজ মনোবিদ্যার আলোচনায় মনোভাব বা প্রতিন্যাসের স্থান সুস্পষ্ট। যে-কোনো আচরণের প্রকাশে মনোভাবে প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। আচরণের আলোচনায় মনোভাবের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

আমাদের চতুর্দিকে অসংখ্য বস্তু ছড়িয়ে আছে। এদের মধ্যে ব্যক্তি গোষ্ঠী, বস্তু, ঘটনা প্রভৃতি বাস্তব বিষয় যেমন আছে, সেরকম সততা, নৈতিকতা প্রভৃতি রয়েছে যেগুলির কোনো বাস্তব মূর্তি নেই। এরা সবাই আমাদের সামাজিক পরিবেশ রচনা করেছে। এদের সাথে আমাদের নিত্য আদানপ্রদান চলে। পারস্পরিক আদানপ্রদান বা মিথস্ক্রিয়ার ফলে প্রত্যেকের সম্পর্কে আমাদের চিন্তা অনুভূতি বা ধারণা তৈরি হয়। এই চিন্তা, ধারণা, অনুভূতিগুলি ক্রমশ সংগঠিত হয়ে এদের প্রতি আমাদের মনোভাব তৈরি করে। স্কুলের সকল সহপাঠীর প্রতি আমাদের মনোভাব এক নয়। কারও সম্পর্কে আমাদের মনোভাব ভালো, কারও সম্পর্কে আমাদের মনোভাব আবার সম্পূর্ণ বিপরীত। কোনো প্রতিবেশী সম্পর্কে আমাদের মনোভাব সহযোগিতার, কারও সম্পর্কে আমাদের অনুভূতি বিরক্তির।

অন্যের সাথে ব্যবহারে মনোভাবের প্রতিফলন হয়। সমাজ মনোবিদগণ মনে করেন, প্রতিটি আচরণের পিছনে ব্যক্তির প্রত্যক্ষ কাজ করে। ব্যক্তি যেভাবে বিষয়টিকে প্রত্যক্ষ করে তার উপর ভিত্তি করে ব্যক্তির প্রতিক্রিয়া বা আচরণ প্রকাশ পায়। কোনো গোষ্ঠীর প্রতি বিদ্বেষ থাকলে, সে গোষ্ঠীর সভ্যদের প্রতি আমাদের আচরণ বিদ্বেষপূর্ণ হয়, যে গোষ্ঠীর প্রতি আমাদের ভালোবাসা থাকে সেই গোষ্ঠীর প্রতি আমাদের অনুভূতি হার্দিক। সেরকম বিভিন্ন বিষয়ের প্রতিও আমাদের ধারণা তৈরি হয়। যেমন—সংরক্ষণ, পণপ্রথা, বাল্যবিবাহ ইত্যাদি। এই ধারণা বা অনুভূতির উৎস সামাজিক প্রতীতি (social cognition)। বিভিন্ন সামাজিক পরিস্থিতিতে অপর ব্যক্তি, গোষ্ঠী, বস্তু বা বিষয় সম্পর্কে ব্যক্তির চিন্তা, ধারণা, অনুভূতিকে প্রতিন্যাস বলা হয়।

সমাজ মনোবিদ্যায় অপর ব্যক্তি, গোষ্ঠী, বস্তু, ঘটনা বা বিষয় সম্পর্কে ব্যক্তির সংগঠিত ধারণা অনুভূতি যা ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট পথে আচরণ করতে প্রবৃত্ত করে তাকে মনোভাব বা প্রতিন্যাস বলে। বর্তমানে সমাজ মনোবিদগণের মধ্যে মনোভাবকে মূল্যায়নরূপে (evaluation) বিবৃত করার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। অপর ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা বিষয়ের সাথে মিথস্ক্রিয়ার ফলে ব্যক্তি এদের সম্পর্কে যে মূল্যায়ন করে তাই প্রতিন্যাস।

সমাজ মনোবিদ অলপোর্ট (Allport)-এর বক্তব্যে প্রতিন্যাসকে স্নায়বিক-মানসিক প্রস্তুতি (neural-mental readiness) রূপে বিবৃত করা হয়েছে। প্রতিন্যাস অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সংগঠিত হয় (organised through experiences) এবং বিভিন্ন ব্যক্তি, বস্তু, অবস্থা যার সঙ্গে সম্পর্কিত সেগুলির প্রতি ব্যক্তি আচরণকে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করে (Attitude is defined as a neural or mental state of readiness organised through experiences influencing dynamically or directly the individuals responses to all objects and situation to which it is related)।

• সংজ্ঞা (Definition) ঃ

আধুনিক সমাজ মনোবিজ্ঞানীরা প্রতিন্যাসকে মানসিক সক্রিয়তা বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁদের মতে,

Scanned with CamScanner

প্রতিন্যাস একপ্রকার মানসিক সক্রিয়তা বা ব্যক্তিকে কিছু উদ্দীপক বা পরিস্থিতির প্রতি বিশেষ একপ্রকার প্রতিক্রিয়া করতে সাহায্য করে (Attitude is a functional state of readiness which determines the organism to react in a characteristic way to certain stimuli or stimulus situations.)।

● প্রতিন্যাসের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Attitude) :

১। প্রতিন্যাসে প্রতিন্যাসভুক্ত বিষয়বস্তুর (attitudinal objects) প্রতি আমাদের মূল্যায়ন (evaluation) প্রকাশ পায়। এই মূল্যায়ন পছন্দ-অপছন্দ, ভালোলাগা-মন্দলাগা, সদর্থক-নঞর্থক, সুখকর-দুঃখজনক মানসিকতার মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়।

২। প্রতিন্যাসের বিষয়বস্তু বহুবিধ। ব্যক্তি, বস্তু, বিষয়, দেশ সবকিছুতেই প্রতিন্যাস উপস্থিত। মূর্ত ও বিমূর্ত উভয়েই প্রতিন্যাসের বিষয়বস্তু। নেতাজী বা রবীন্দ্রনাথের প্রতি যেমন আমাদের প্রতিন্যাস আছে, সেরকম পণপ্রথা বা শিক্ষাব্যবস্থার মতো বিমূর্ত বিষয়েও প্রতিন্যাস বর্তমান।

৩। প্রতিন্যাস তথ্যের (information) উপর প্রতিষ্ঠিত। যে বিষয়ের উপর প্রতিন্যাস তৈরি হয়, সেগুলি সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য আমরা নানাভাবে সংগ্রহ করি। সাধারণত বই, সংবাদপত্র, আলোচনা, মতামত, টেলিভিশন, রেডিও, পারস্পরিক মত বিনিময় প্রভৃতির মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। গান্ধীজির প্রতি আমাদের মনোভাব বই পড়ে, সিনেমা দেখে, আলোচনা ও মতামতের মাধ্যমে গড়ে ওঠে।

৪। প্রতিন্যাস সাধারণভাবে স্থায়ী (enduring)। প্রতিন্যাস একদিনে গড়ে ওঠে না। আবার একবার কোনো বিষয়ের প্রতি মনোভাব তৈরি হলে, ব্যক্তি ওই বিষয়ের প্রতি একভাবে প্রতিক্রিয়া করে। কোনো বন্ধুর প্রতি সদর্থক মনোভাব একদিনে তৈরি হয় না। দীর্ঘ পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে ওই মনোভাব তৈরি হয় এবং সহজে এর পরিবর্তন হয় না।

৫। প্রতিন্যাস স্থায়ী হলেও এর পরিবর্তন হয় না এমন নয়। আজকের অনেক তথ্য আগামীকাল অচল। আজকে যে বিষয় সঠিক মনে হয়, আগামীকাল নতুন কোনো তথ্য তাকে মিথ্যা করে দিতে পারে। ফলে আমাদের মূল্যায়নেরও পরিবর্তন হয়।

৬। প্রতিন্যাস জন্মগত নয় অর্জিত (acquired)। প্রতিন্যাস শিখন নির্ভর। এই শিখন আনুষ্ঠানিক (formal) অথবা অভিজ্ঞতাভিত্তিক। অর্থাৎ বই পড়ে বা আলোচনার মাধ্যমে আমরা বিষয়টি সম্পর্কে মূল্যায়ন করি। অথবা ব্যক্তিগত কোনো অভিজ্ঞতা আমাদের প্রতিন্যাস গঠনে সাহায্য করে। হাসপাতাল বা ডাক্তার সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে পরিবর্তিত হয়।

৭। প্রতিন্যাস একপ্রকার মানসিক সক্রিয়তা। এক্ষেত্রে ব্যক্তির প্রতিক্রিয়া পূর্বনির্ধারিত (predisposed)। অর্থাৎ প্রতিন্যাসের বিষয়বস্তুর প্রতি প্রতিক্রিয়া করার সময় পৃথকভাবে উদ্দীপক বিচার করা হয় না, পূর্বের ধারণা বা মনোভাব অনুযায়ী বিচার করা হয়। যার প্রতি আমাদের মনোভাব সদর্থক, তার আচরণ পৃথকভাবে বিচার করা হয় না, সবসময় তাকে ভালো সার্টিফিকেট দেওয়া হয়, আর যাকে অপছন্দ করি তার ভালো দিক চোখে পড়ে না।

৮। প্রতিন্যাসের সাথে অনুভূতি যুক্ত (feeling tone)। যেসব বস্তুর প্রতি আমাদের সদর্থক মনোভাব থাকে, সেগুলি সুখানুভূতি আনে। আর যেসব বিষয়ের প্রতি আমাদের মনোভাব নঞর্থক, সেগুলির প্রতি আমাদের অনুভূতি তিক্ত, অপ্রীতিকর।

৯। প্রতিন্যাসের সাথে ব্যক্তি আচরণ ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। অন্য ব্যক্তি, গোষ্ঠী সম্পর্কে ব্যক্তির মনোভাব থেকে তার আচরণ অনুমান করা যায়। সাধারণভাবে প্রতিন্যাসের সাথে ব্যক্তি আচরণের সম্পর্ক প্রত্যক্ষ। প্রতিন্যাস সদর্থক হলে ব্যক্তির আচরণ সহযোগিতাপূর্ণ (favourable) আর যেখানে তা নঞর্থক, সেখানে ব্যক্তির আচরণ রুক্ষ, কঠিন, অসহনীয়।

১০। প্রতিন্যাস নিরপেক্ষ (neutral) হয় না। প্রতিন্যাস হয় সদর্থক অথবা নঞর্থক হয়।

Scanned with CamScanner